22722 - দোয়া ও কুরআন তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার বিধান

প্রশ্ন

আমাদের ইউনিভার্সিটির নামায-ঘরে বৈঠক করা ও দোয়া করার জন্য সমবেত হওয়া নিয়ে মতভেদ তৈরী হয়েছে; এক্ষেত্রে উপস্থিত লোকদের মাঝে কুরআন শরিফের পারাগুলো ভাগ করে দেয়া হয় এবং প্রত্যেককে একই সময়ে এক পারা করে তেলাওয়াত করে; এভাবে গোটা কুরআন শরিফ খতম করা হয়। এরপর তারা নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে দোয়া করে; যেমন পরীক্ষায় পাস করা। দোয়া করার এ পদ্ধতি কি শরিয়তে আছে? আমরা আশা করব কুরআন, হাদিস ও সালাফদের ইজমার ভিত্তিতে আপনার পক্ষ থেকে জবাবটি আসবে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এ প্রশ্নে দুটো মাসয়ালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

প্রথম মাসয়ালা: কুরআন তেলাওয়াতের জন্য সমবেত হওয়া। সেটা এভাবে যে, উপস্থিত লোকেরা প্রত্যেকে এক পারা করে কুরআন শরিফ ভাগ করে নিবে; যাতে করে একই সময়ে প্রত্যেকে তার পারা তেলাওয়াত করে শেষ করতে পারে।

এ মাসয়ালার জবাব স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (২/৪৮০) যা এসেছে সেটাই:

এক: কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়নের জন্য একত্রিত হওয়া; সেটা এভাবে যে, একজন তেলাওয়াত করবে বাকীরা শুনবে এবং তারা যা পড়েছে সেটা পরস্পর অধ্যয়ন করবে, অর্থ বুঝবে– শরিয়ত অনুমোদিত ও নেকীর কাজ; যা আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন এবং এর জন্য অনেক প্রতিদান দেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে ও ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "দি কোন জনগোষ্ঠী আল্লাহ্‌র কোন এক ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করে ও নিজেদের মধ্যে অধ্যয়ন করে তখন তাদের উপর সাকিনা (প্রশান্তি) নাযিল হয়। তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত বেষ্টন করে রাখে। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। আল্লাহ্‌ তাদের কথা তাঁর নিকট যারা আছে তাদের কাছে আলোচনা করেন।"

কুরআন খতম করার পর দোয়া করাও শরয়িত অনুমোদেতি। তবে সবসময় ও নর্িদষি্ট কোন শব্দমালায় দোয়া করা ঠকি নয়; যাতে মনে হতে পারে এটা একটা অনুসৃত সুন্নত। কনেনা এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়নি। বরং কোন কোন সাহাবী সটো করছেনে। অনুরূপভাবে যারা পড়তে এসছেনে তাদরেকে খাওয়ার দাওয়াত দয়ো এতওে কোন অসুবধিা নইে; যদি এটাকে প্রথাগত অভ্যাস হসিবে গ্রহণ করা না হয়।

দুই: সমাবশেে যারা হাযরি হয়ছেনে তাদরে প্রত্যকেরে মাঝে কুরআনরে পারাগুলো পড়ার জন্য ভাগ করে দলিে অনবিার্যভাবে তারা প্রত্যকেইে কুরআন খতম করছেনে এমনটি ববিচেতি হবে না। তাদরে উদ্দশ্যে হচ্ছে নছিক বরকত নয়ো। এতে কসুর রয়ছে।ে কারণ কুরআন পাঠরে উদ্দশ্যে হচ্ছে- নকৈট্য হাছলি, মুখস্থ করা, চন্তিাভাবনা করা, কুরআনরে বধিান অনুধাবন করা, এর থকেে শক্ষিা গ্রহণ করা, সওয়াব হাছলি করা এবং জহি্বাকে তলোওয়াত করায় অভ্যস্ত করে তোলা...ইত্যাদি। আল্লাহ্ই তাওফকিদাতা।[সমাপ্ত]

দ্বতিীয় মাসয়ালা: এই বশি্বাস করা যে দোয়া কবুলরে ক্ষত্রেে এই কাজ (প্রশ্নে উল্লখেতি পদ্ধততিে সমবতে হওয়া) এর প্রভাব রয়ছে:ে এর সপক্ষে কোন দললি আছে বলে জানা যায় না। তাই এটি শরয়িত অনুমোদেতি নয়। দোয়া কবুলরে সুবদিতি অনকে কারণ রয়ছে;ে যমেনি দোয়া কবুল না-হওয়ারও সুবদিতি কছিু প্রতবিন্ধকতা রয়ছে।ে দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে- দোয়া কবুলরে কারণগুলো অর্জন করা এবং প্রতবিন্ধকতাগুলো থকেে দূরে থাকা এবং আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা। কারণ আল্লাহ্ সরেূপ বান্দা তার প্রতি যরেূপ ধারণা পোষণ কর।ে

বশিষে দ্রষ্টব্যঃ যে ব্যক্তি কোন একটি বষিয়কে শরয়িতরে বধিান সাব্যস্ত করবে তার কাছে দললি তলব করা হব।ে নচচেৎ ইবাদতরে ক্ষত্রেে মূলনীতি হচ্ছে- যে কোন কছিু নষিদ্ধি; যতক্ষণ না শরয়িত অনুমোদেতি হওয়ার পক্ষে দললি পাওয়া যায় যমেনটি আলমেগণ সদ্ধিান্ত দয়িছেনে। এ কারণে এ বশি্বাসটি যে শরয়িতসম্মত নয় এর দললি হচ্ছে- এটি জায়যে হওয়ার পক্ষে কোন দললি না থাকা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।